বুড়দা–কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক অনন্য উদ্যোগ

সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বিকেন্দ্রীভূত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা,
পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন (২০১৬-১৯)

সহযোগিতায়ঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ‘ব্রেহিস’

বুড়দা–কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক অনন্য উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বিকেন্দ্রীভূত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন (২০১৬-১৯)

সহযোগিতায়ঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ‘ব্রেহিস’

পূর্বতন প্রধানের চোখে যৌথ উদ্যোগ

বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে যে জেলার অথবা যে ভূমিপ্রখন্ড এবং তার অধিবাসীদের পরিচয় ছিল শুধুমাত্র অনপনেয় দারিদ্র্য এবং অনাহার নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলা একটি অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী হিসেবে, সেখানে অর্থাৎ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের এই পুরুলিয়া জেলার প্রাকৃত-প্রান্তিক একটি গ্রাম পঞ্চায়েত বুড়দা-কালিমাটি বিগত তিন বছর ধরে নিরলস উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে খুঁজে নিয়েছে নতুনতর আত্মপরিচয়ের ঠিকানা। ২০১৫ সালে শুধুমাত্র একটি সংসদে খুব বিনীতভাবে এবং সমুদায়ের সহভাগীতায় চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারগুলোকে নিয়ে আমরা তাদের খাদ্য, পুষ্টি এবং জীবিকাগত মনোন্নয়নের জন্য যে অভিযাত্রা শুরু করেছিলাম, তা আজ সর্বত্র আলোচিত। সেদিনের বিভিন্ন ছোট পরিসরে আবদ্ধ কর্মকাণ্ডগুলো মন ছুঁয়ে গিয়েছিল দরিদ্র মানুষের আর আমাদের পঞ্চায়েতের অন্যান্য সংসদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত মানুষদের এবং এই কারণেই ২০১৫ সালে শুধুমাত্র একটি সংসদের শিক্ষা সম্প্রসারিত হয় গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ এই তিন বছরের যে নিবিড় কর্মকাণ্ড আমরা পরিচালনা করলাম তা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে খাদ্য, পুষ্টি এবং জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের পরিসীমা ছাড়িয়ে আরও অনেক সর্বাত্মক উন্নয়নের দিগন্ত ছুঁয়ে গেছে আর প্রতি সংসদে একজন মহিলা শিক্ষানবীশ যারা আমাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অযুত আত্মবিশ্বাস, যে কারণে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র আত্মপরিচয়ের সীমানা পরিত্যাগ করে তাদের সামনে নিজেকে মেলে ধরার নুতন পথগ্রন্থি উন্মেচিত হয়েছে। তা হয়েছে বলেই আজ আমরা বছরে একশো দিনের কাজের মধ্য দিয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে যে সুস্থায়ী জীবিকা সংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব তার পূর্ণ সুযোগ নিতে সংসদে সংসদে যে সমস্ত শিক্ষানবীশরা রয়েছেন তাদেরকে নিযুক্ত করেছিলাম ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ পরিকল্পনা সময়কালে। খুব আনন্দের সাথে আজ জানাচ্ছি সেদিন অঞ্চল সম্পর্কে তাদের সুগভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা যদি তারা পরিকল্পনার সময় প্রয়োগ না করতেন অনেক নতুন ধরনের এবং উদ্ভাবনমূলক কাজ আমরা করতে পারতাম না। সমগ্র প্রকল্পের যে সব উপাদান বছরে একশো দিনের কাজের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব আমরা আজ সেগুলোর প্রতি অনেক বেশি মনোনিবেশ করেছি। শুধুমাত্র একশো দিনের কাজ নয়, আমাদের পঞ্চায়েত প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ নিজস্ব উদ্যোগের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা সম্ভব সেগুলোও আজ আমাদের কর্মসূচিতে স্থান পেয়েছে।

যে প্রতিবেদন চিত্রসম্বলিত আকারে পেশ করা হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি বিগত তিন বছরের কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান চিহ্নগুলোকে এবং যে সমস্ত সংখ্যা এবং তথ্য সহকারে এই সমস্ত বহুমাত্রিক কাজ আমরা তুলে ধরলাম তা আমাদের পঞ্চায়েত প্রশাসনের জন্য তৈরি রেখেছিলেন স্থানীয় সহযোগী সংস্থা BRHEIS-এর সাথে যুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ এবং বিশেষভাবে এই প্রকল্পের জন্য যে গ্রাম পঞ্চায়তের প্রশিক্ষক সংযুক্ত আছেন তিনি। এই প্রতিবেদন আমাদের সামনে বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতার একটি ছবি তুলে ধরেছে যেখানে সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়।

সামনের দিনগুলোতে এই কর্মকাণ্ড আরও সুপ্রসারিত এবং সুগভীর করে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর এবং আমরা সুনিশ্চিত যদি সমস্ত সহযোগিতার বিন্যাস সঠিক বিন্দুতে সমন্বয়ীরূপে নিয়ে আসা যায় তাহলে এই সমস্ত উদ্যোগ এক নতুন সুস্থায়ী ধারার জন্ম দেবে।

আগামী দিনগুলোতে আমাদের এই সুস্থায়ীত্বের জন্য যে পরিশ্রমী উদ্যোগ নিতে হবে তা যেন শুধুমাত্র আমাদের নয় সমগ্র জনসমুদায়ের হয়ে ওঠে সেটাই প্রধান লক্ষ্য এবং প্রত্যয়।

ধন্যবাদান্তে

শ্রী শিবনাথ সিং বাবু

প্রাক্তন প্রধান, বুড়দা-কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েত

উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্তমান প্রধানের অঙ্গীকার

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষের পুষ্টির মানোন্নয়ন এবং জীবন-জীবিকার সুস্থায়ীত্ব সংক্রান্ত যে বিশেষ উদ্যোগ আমাদের পঞ্চায়েতে বিগত ২০১৫-১৬ থেকে প্রবাহমান তাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মধ্যেই এর প্রকৃত সুস্থায়ীত্বের ঠিকানা লুকিয়ে রয়েছে। এনিয়ে নতুন করে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে শিক্ষানবীশদের হাত ধরে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত পরিবারগুলোর কাছে যে জ্ঞান-দক্ষতা এবং বীজসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পৌঁছে গেছে তার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন দিনগুললোকে আরও সুসংহত করে তুলতে পারব। প্রধানত উষর হিসেবে চিহ্নিত আমাদের এই অঞ্চলেও যে প্রকৃত কৃৎকৌশল গ্রহণ করলে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব সে সম্পর্কে মানুষ এখন অনেক ওয়াকিবহাল।
এই সমস্ত প্রবাহমান কাজগুলো যত বেশি করে মূলধারার কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হতে পারবে তত বেশি করে আমাদের সামনে নতুন দিগন্ত প্রসারিত হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাই যে সামনের দিনগুলোয় গ্রাম-ভারতের পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার তা আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য সামনের দিনগুলোতে এই কাজকে আরও সুসমন্বিত এবং সুগভীর করে তোলা এবং সেজন্যই আমরা পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধিকার ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

ধন্যবাদান্তে
শ্রী উমেশ মাহাত
প্রধান, বুড়দা-কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রারম্ভিক সময়

পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান গ্রাম পুনর্গঠন এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ব্রেহিস-এর সাথে যে মতাদর্শগত অনুপ্রেরণা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহজসাধ্য অথচ প্রভাবগত প্রেক্ষিতে সুদূরপ্রসারী কৃৎকৌশল নিয়ে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাত্র একটি সংসদে ২০১৫ সালে যে কাজ আমরা শুরু করেছিলাম তার তাৎক্ষণিক এবং খুব প্রাসঙ্গিক সাফল্যগুলোর পর্যালোচনা করে বেশ কিছু আলোচনা এবং বিশেষ করে উৎপাদনগত প্রেক্ষিতে নতুন কিছু সংযোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা যৌথভাবে সমগ্র পঞ্চায়েতজুড়ে মাত্র একটি সংসদের শিক্ষা সম্প্রসারিত করার এবং একটি তিন বছরব্যাপী সম্মিলিত অনুশীলনে লিপ্ত হওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে। এই যৌথ কার্যধারার গতিপথ সুনিপদ্ধভাবে লিখিত হওয়ার পর বেশ কয়েকবার সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমঝোতাপত্রের চূড়ান্তকরণের কাজ শেষ হয় এবং সাধারণসভায় সমঝোতাপত্রের যৌথভাবে নির্মিত খসড়া গৃহীত হওয়ার পর একটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত হয় এই সমঝোতাপত্র। পুরো সমঝোতাপত্রের নথিটিকে একটি সামগ্রিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করে সমস্ত সদস্যদের মধ্যে এর প্রধান এবং মৌলিক প্রেক্ষিতগুলো আলোচনা করে সেদিন যে প্রকল্পের যাত্রাপথ রচনা করা হয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমাদের একটি স্বায়ত্বশাসিত সরকার হিসেবে যে নিরন্তর আদান-প্রদান হয়ে চলেছে তা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে স্থানীয় প্রেক্ষিতে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পৌষ্টিক সমৃদ্ধির মানোন্নয়নের বিষয়টি প্রতিদিন নতুন করে পুনর্বিবেচনা করতে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এমজিএনআরইজিএস সেল-এর প্রকাশিত বিভিন্ন আদেশনামা এবং নির্দেশিকা, যা আমাদের এই যৌথ প্রকল্পের সাথে মতাদর্শগতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ সেগুলো আমাদের ক্ষমতায়িত করেছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র এবং জীবন-জীবিকাগত প্রেক্ষিতে গাছ এবং মৃত্তিকার ওপরে নির্ভরশীল মানুষের পাশে আরও নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে দাঁড়াতে এবং প্রতিদিনের মতাদর্শগত সাহচর্যের মধ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগতভাবে আমরা তা পেরেছি এবং এখনও পেরে চলেছি।

কাজের প্রধান উদ্দেশ্য

(১) দরিদ্র পরিবারগুলোর গৃহসংলগ্ন জমিতে সারা বছর পুষ্টি-উপাদান সম্বলিত সবজির বাগান তৈরি করানো এবং তাদের বাজারের বীজের ওপর নির্ভরতা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা।

(২) সমুদায়ের নিজস্ব জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য পরিবার-ভিত্তিক কার্যকরী দল গঠনের মাধ্যমে ডাল এবং অন্যান্য তৈলবীজের

ব্যবহার বৃদ্ধি করা। প্রধানত পতিত, মরশুমি পতিত জমিগুলোর কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে যাতে সেগুলোকে খাদ্য উৎপাদনকারী জমিতে পরিণত করা যায় তার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা।

(৩) বাজারের বীজের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য দেশীয় উন্নত বীজের প্রসার ও সংরক্ষণ এবং তাদের সুস্থায়ী ব্যবহারের জন্য দরিদ্র পরিবারগুলোর চেতনার মান এবং প্রয়োগমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(৪) কৃষি-ভিত্তিক ও সংশ্লিষ্ট বনায়নের জন্য নার্সারী তৈরি করা এবং স্থানীয় বৃক্ষ-সম্পদ তৈরি করা এবং ছোট ছোট ফল বাগান করতে উৎসাহিত করা।

(৫) খরাপ্রবণ এলাকার জন্য প্রাকৃতিক এবং বাস্তুতান্ত্রিকভাবে উপযোগী ফসলের সম্প্রসারণ এবং যথাসাধ্যভাবে যেখানে যেখানে সম্ভব তার চাষ ফিরিয়ে আনা।

(৭) সারা বছর জল থাকে যদি এমন জলাশয়, ডোবা, জলবিভাজিকা ইত্যাদি চিহ্নিত করা যায় তবে সেখানে মাছ চাষের বন্দোবস্ত করা এবং প্রাণীপালনের উপর জোর দেওয়া।

(৮) প্রধানত এমজিএনআরইজিএস-এর সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক জীবন-জীবিকার নতুন প্রেক্ষিত নির্মাণ করা এবং দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য সুস্থায়ী জীবিকা কাঠামো তৈরিতে উদ্যোগী হওয়া।

(৯) এলাকায় প্রাণীপালনের সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ করা এবং তাকে ঘিরে আরও কতভাবে দরিদ্র পরিবারের জীবন-জীবিকা নির্মিত হতে পারে তা অনুসন্ধান করা।

প্রারম্ভিক কর্মকাণ্ড এবং তিন বছরের মৌলিক চুম্বক

প্রাকৃতিক সম্পদের বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সহযোগী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত সহভাগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারগুলোর পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়ে মনোনিয়োগ করেছিলাম তা ছিল গৃহসংলগ্ন জমিতে, যা আসলে বাস্তুজমি হিসেবে চিহ্নিত সেখানে পুষ্টিবাগান করা। যেখানে সারা বছর ধরে জমির সুচারু এবং সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দরিদ্র পরিবারগুলো সারা বছর নানা ধরনের সবজির চাষ করে তাদের প্রতিদিনের খাদ্য বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি করতে পারবে। যেহেতু আমাদের এই গ্রামাঞ্চলে পুষ্টিবাগান করার প্রথা এবং প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় নতুন নতুন সবজি সংযোজিত করার অভ্যাস খুব কম সেই জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদের মাধ্যমে আমরা আয়োজন করেছিলাম নিরন্তর এলসিডি-শো চেতনাবৃদ্ধি সভার, যেখানে খুব ধৈর্য্যের সাথে তুলে ধরা হয়েছিল পুষ্টিবাগানের গুরুত্ব।

এবারে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা তুলে ধরব আমাদের বিভিন্ন কাজের প্রেক্ষিতগত প্রতিবেদন

শিক্ষানবীশদের প্রশিক্ষণ

আমাদের এই সমগ্র কর্মকাণ্ডের প্রধান দৌবারিক ছিলেন প্রতি সংসদে নিয়োজিত একজন শিক্ষানবীশ, যিনি সেই সংসদে সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। শিক্ষানবীশদের মাধ্যমে দরিদ্র এবং প্রধানত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে পুরোপুরি অথবা সিংহভাগ নির্ভরশীল পরিবারগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান এবং দক্ষতা পৌঁছে দেওয়া যেহেতু এই যৌথ উদ্যোগের একটি প্রধান লক্ষ্য সেহেতু এই শিক্ষানবীশদের প্রকৃত অর্থে প্রশিক্ষিত করার ওপরে প্রথম থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিরন্তর মূল্যায়নের পদ্ধতি অবলম্বন করে মনে হয়েছে যে, শিক্ষানবীশদের মধ্যে ন্যূনতম ৬০% দরিদ্র পরিবারগুলোকে প্রতিনিয়ত সহায়তার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। এই সমস্ত শিক্ষানবীশদের সাথে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিরন্তর যোগসূত্র যাতে খুব সুনিপদ্ধ এবং সুদৃঢ় হয় সেজন্য একজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক সংযুক্ত করা হয়, যার প্রধান কাজ শিক্ষানবীশদের সহায়তা করা এবং তাদের সাথে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক রচনার মধ্য দিয়ে তাদের সাথে গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলোর সম্পর্ক যাতে আরও সুনিবিড় হতে পারে তার বন্দোবস্ত করা।

এর পাশাপাশি তার অন্য একটি প্রধান দায়িত্ব ছিল এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত মানচিত্রায়ন, যার মাধ্যমে শিক্ষানবীশবৃন্দ এবং চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারগুলো প্রকৃত অর্থে সুস্থায়ী এবং সুসমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রতি ঋতুতে নিজস্ব পরিকল্পনা করতে পারবে, যা পঞ্চায়েতের নিজস্ব পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এরসঙ্গে আরও একটি প্রধান দায়িত্ব ছিল যেখানে যেখানে প্রয়োজন প্রতিদিনের মাঠের কাজে শিক্ষানবীশ এবং সহযোগী সংস্থার কর্মীদের সহায়তা করা।

আমাদের প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল শিক্ষানবীশ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষকের প্রধান দায়িত্বগুলো যদি সুস্থায়ী একটা ভিত্তির ওপরে দাঁড় করাতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম দরকার তাদের মধ্যে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সৃষ্টি করা যা আমাদের এই যৌথ প্রকল্পের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রলম্বিত হবে।

তাদের সামনে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে জীবন-জীবিকার যে অবস্থা প্রবাহমান তা যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমন নতুন নতুন বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে যাতে তারা যে যেখানে যে সংসদের দায়িত্বে রয়েছে সেখানে যে সমস্ত দরিদ্র পরিবারগুলো রয়েছে তাদের প্রশিক্ষিত করতে পারে এবং হাতে-কলমে সহায়তা করতে পারে। প্রতি মাসে দু'বার করে পঞ্চায়েত ভবনে তাদের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তারা যাতে দরিদ্র পরিবারগুলোর সাথে হাতে-কলমে কাজ করতে পারে

সে জন্য তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করানো হয়। বিশেষত পুষ্টিবাগান, বীজ সংরক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ, তৈলশস্য চাষ, অ্যাজোলা, কেঁচোসার, ছোট ফলের বাগান প্রস্তুত করা, কাটিং-গ্রাফটিং এবং বাঁশ চাষ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের নিরন্তর প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

গৃহ সংলগ্ন জমিতে সবজি বাগান

যেহেতু এই প্রকল্পের একটি প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হল পুষ্টি সেজন্য প্রথমাবধি আমরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম গৃহ সংলগ্ন জমিতে সবজি বাগানের ওপরে। সমুদায়ের মধ্যে খুব পরিশ্রম এবং যত্ন সহকারে আমরা এই বোধ তুলে ধরেছিলাম যে, যদি আমার ভাতের থালায় সবজির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা না যায় তাহলে প্রয়োজনীয় যে পুষ্টি আমাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য দরকার তা আমাদের শরীরে সংহত করা যাবে না এবং এর পাশাপাশি আমরা তুলে ধরেছিলাম স্বাদ-বৈচিত্র্য ও এই অঞ্চলের রন্ধন বৈচিত্র্যের কথাও।

বিভিন্ন ধরনের কৃৎকৌশল এবং প্রকৌশলগত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যখন শিক্ষানবীশরা দরিদ্র মানুষের এই উদ্যোগ বিষয়ে একটা পর্যায় পর্যন্ত সচেতন করে তুলতে পারলেন তখনই ৭/৮ ধরনের সবজি সহকারে একের পর এক সবজি বাগান আমরা সৃষ্টি হতে দেখলাম। ২০১৫ সালের খারিফ মরশুমে ৯৯টি পরিবার এবং রবি মরশুমে ৫১টি পরিবার এই সবজি বাগান উদ্যোগে নিজেদের সংযুক্ত করেছিল। ২০১৬ সালের প্রাক-খারিফ মরশুমে ১৫০টি পরিবার, খারিফ মরশুমে ৬৩৫টি পরিবার এবং রবি মরশুমে ৬৬৭টি পরিবার এই উদ্যোগে নিজেদের সংযুক্ত করেছিল। ২০১৭ সালে প্রাক-খরিফ মরশুমে ১৫০টি পরিবার খারিফ মরশুমে ৫৮১টি পরিবার ২০১৮ সালের রবি মরশুমে ৬৬৭টি পরিবার এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

শিক্ষানবীশকৃত বিভিন্ন গাছের নার্সারী

যে কোনও কারণেই হোক আমাদের এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ঐতিহাসিকভাবে গাছের চারা তৈরি করা সম্পর্কে আমরা মানুষের আগ্রহ খুব একটা জাগ্রত করতে পারিনি এবং যে কারণে ২০০৮ সাল থেকে কখনই MGNREGS-এর মাধ্যমে প্রশাসনিক স্তরে নার্সারী করার বিনম্র প্রচেষ্টা হলেও তা খুব বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এই প্রকল্প শুরুর সময় থেকেই আমরা গুণমান সমন্বিত ভাল চারা শিক্ষানবীশদের দ্বারা তৈরি করার কথা ভেবেছিলাম আর প্রথম বছর যখন মাত্র ১টি সংসদে যখন কাজ সীমাবদ্ধ তখন ১৫৩০টি চারা তৈরির মধ্য দিয়ে যার মধ্যে ছিল বেদানা, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, পেঁপে ইত্যাদি আমরা শুধু শিক্ষানবীশ নয়, দরিদ্র পরিবারগুলোকেও বোঝাতে পেরেছিলাম যে সারা বছর যত্ন এবং পরিচর্যা করলে প্রত্যেক গৃহে একাধিক ফলের গাছ থেকে আয় ও পুষ্টি দুই-ই আমরা সমপরিমাণে পেতে পারি। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে

প্রায় ৪০,০০০-এর ন্যূনধিক চারা তৈরি করতে এবং তা দরিদ্র পরিবারগুলোর হাতে পৌঁছে দিতে আমরা সমর্থ হয়েছি। পেঁপে, সজনে, বেদানা, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, জাম, আতা, আম, বেল, কামরাঙা ইত্যাদির মতো ফলের গাছ এবং মেহগনি, গামার, সেগুন, সুবাবুল, শিরীষ অথবা সোনাঝুড়ির মতো বহুমাত্রিক উপযোগিতা সম্পন্ন গাছের চারা আমরা মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছি যা তাদের বাড়িতে বিদ্যমান।

ডাল, তৈলবীজ ও দানাশস্য চাষের কর্মসূচি

প্রবল উষরতার মধ্য দিয়ে যেহেতু আমাদের এই অঞ্চলের কৃষি উদ্যোগ পরিচালিত হয় সেহেতু এই প্রকল্পের প্রারম্ভিক সময়পর্ব থেকেই আমরা প্রবলভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম ডাল, দানাশস্য ও তৈলবীজ চাষের ওপরে এবং ২০১৫/২০১৬/২০১৭ এবং ২০১৮ সাল জুড়ে আমাদের এই উদ্যোগ বজায় থেকেছে, যে কারণে একদিকে যেমন মুগ, কলাই, অড়হর, কুলতি, খেসারি, ছোলা ও মুসুরের মতো ডালের চাষে আমরা দরিদ্র পরিবারদের নিয়োজিত করতে পেরেছিলাম, ঠিক সেভাবেই Minor Millet-এর মহান উত্তরাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা মারুয়ার উদ্যোগও নিয়েছিলাম। অন্যদিকে তিল, বাদাম, গুঁজা, সর্ষে, তিসি ইত্যাদির মতো তৈলবীজ চাষেও আমরা দরিদ্র পরিবারগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলাম এবং এই সমস্ত উদ্যোগই নেওয়া হয়েছিল কার্যকরী দলের মধ্য দিয়ে। খুব বেশি সংখ্যা এবং তথ্যের ভারাক্রান্তির ভিতর না গিয়েও বলা যেতে পারে যে, ২০১৫ সালে প্রাক-খারিফ মরশুমে আমরা নির্মাণ করেছিলাম ৩টি কার্যকরী দল, যেখানে যুক্ত ছিল ১৮টি পরিবার এবং এই বছর রবি মরশুমে কার্যকরী দল তৈরি হয়েছিল ১টি যেখানে যুক্ত ছিল ৩টি পরিবার। এখানে প্রাক-খরিফ মরশুমে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছিল ওল চাষের ওপরে। বলা ভাল এই ২০১৫ সালেই ৩০টি পরিবার নিজেদের নিয়োজিত করেছিল আলে অড়হরের মতো জরুরি উদ্যোগে যা ২০১৫ সালে আমাদের পঞ্চায়েতে মূল্যায়নকারী হিসেবে ভ্রমণরত মাননীয় অধ্যাপক শ্রী নবীনানন্দ সেন মহাশয়ের বাহবা লাভ করেছে। ২০১৬ সালে প্রাক-খরিফ মরশুমে আমরা ৪টি কার্যকরী দল তৈরি করতে পেরেছিলাম যেখানে যুক্ত ছিল ১৫টি পরিবার। এই বছর খারিফ মরশুমে কার্যকরী দলের সংখ্যা ৩৩টি এবং আমরা এই সময় যুক্ত করতে পেরেছিলাম ১০৪টি পরিবারকে। অন্যদিকে এই বছর রবিশস্যের মরশুমে কার্যকরী দল তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল ৬৬টি যেখানে যুক্ত ছিল ২১৯টি পরিবার। এই বছরই আলে অড়হর চাষের কর্মকাণ্ডে আমরা যুক্ত করতে পেরেছিলাম ৪৬টি পরিবার। এই ২০১৬ সাল ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময় রবিশস্যের মরশুমে আমাদের দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের এইসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রথম ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ আকারে কাজের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। এর পরের বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের প্রাক-খরিফ মরশুমে কার্যকরী দলের সংখ্যা ছিল ৫ এবং এতে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল সর্বমোট ১৮টি পরিবারকে। অন্যদিকে খারিফ মরশুমে আমাদের ২৬টি

কার্যকরী দলে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ৮৩টি দরিদ্র পরিবারকে। রবিশস্যের মরশুমে ৪২টি কার্যকরী দলের মধ্যে যুক্ত হয়েছিল ১২৬টি পরিবার। এই বছরেও আমরা আলে অড়হরের কাজে যুক্ত করতে পেরেছিলাম ২৫টি পরিবারকে। এই কার্যকরী দল নিয়ে ডাল এবং তৈলবীজের চাষ নতুন মাত্রা পায় ২০১৮ সাল নাগাদ যখন প্রাক-খরিফ মরশুমে আমরা তৈরি করতে পেরেছিলাম ৫টি কার্যকরী দল যেখানে যুক্ত ছিল ১৮টি পরিবার। খারিফ মরশুমে ৪২টি কার্যকরী দলে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল ১৩১টি পরিবার এবং এই বছরেই রবি মরশুমে ৪৫টি কার্যকরী দলের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত হয়েছিল ১৪৭টি পরিবার।

আজ আমাদের অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাঠ ফসল করার জন্য পরিবারগুলোর মধ্যে যে উন্মাদনা আমরা দেখছি তাতে আমরা সামনের দিনগুলোয় অনেক বেশি আশাবাদী।

ফল ও মশলা বাগানের উদ্যোগ

আমাদের এই উদ্যোগে শিক্ষানবীশদের দ্বারা নির্মিত নার্সারী এবং পুষ্টিবাগান ছাড়াও যে প্রধান উদ্যোগটি নিয়ে আলোচনা করতে চাইব তা ফলের বাগান সংক্রান্ত। প্রথমাবধি সমুদায়কে খুব ধৈর্য্য ধরে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছিলাম ফলের বাগানের পুষ্টিগত এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক গুরুত্বসমূহ। ২০১৫ সালে ৩টি পরিবার ভিত্তিক ফলের বাগানের মধ্য দিয়ে যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে তা ৯টি বাগানে পরিণত হয় এবং ২০১৭ সালে তাই পরিণত হয় ১৯টিতে এবং শুধু তাই নয়, ইত্যবসরে আমরা MGNREGS-এর সংস্থানের মধ্য দিয়েও তৈরি করতে পেরেছি সর্বমোট ৩১টি বাগান এবং এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা এই বার্তাটুকু মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলাম যে, এই উষরতার মধ্যেও ফলের বাগান হয়ে উঠতে পারে একটি নতুন আয়ের পথ এবং জীবিকার পরিসর। এই আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছে বলেই আমরা পরিবারকে দিয়ে করাতে পেরেছিলাম মশলা বাগান। এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা প্রবলভাবে আশাবাদী আগামী দিনে হয়তো ফলচাষের মানচিত্রে নতুন জায়গা করে নেবে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত। যেভাবে পেয়ারা, লেবু, বেদানা, আমলকি, পেঁপে, কাঁঠাল, কাজুবাদাম, জাম, আম গাছগুলো এই সমস্ত ফলের বাগানগুলোতে বেড়ে উঠেছে তাতে আমরা সুনিশ্চিত তারা একদিন দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে নতুন আশা সঞ্চারিত করবে। এই সমস্ত ফলের বাগানগুলো আমাদের শিক্ষানবীশবৃন্দের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে, কারণ এই বাগানের চারাগুলো একসময় তারাই তৈরি করেছিলেন।

কাটিং-গ্রাফটিং

বিগত কয়েক বছর ধরে গুণগতভাবে উন্নতমানের চারা কীভাবে সহজে এবং সস্তায় তৈরি করা যায় সে বিষয়ে আমরা চিন্তাভাবনা জারি রেখেছিলাম। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, গুণগতভাবে উন্নতমানের চারা

আমাদের এলাকায় অপ্রতুল এবং যতটুকু আমরা প্রতি বছর বর্ষা শুরুর সময় পাই তা শুধু দামেই বেশি নয়, অনেক সময় গুণমানের বিচারেও উন্নতমানের হয় না। সেজন্য আমাদের দরিদ্র পরিবারগুলো যাতে তাদের গৃহ সংলগ্ন ফলের গাছে কাটিং-গ্রাফটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভাল এবং উন্নতমানের চারা বানিয়ে নিতে পারে সে জন্য তাদের প্রশিক্ষিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের একদম প্রারম্ভিক পর্যায়ে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষানবীশদের প্রশিক্ষিত করা, যাতে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা দরিদ্র পরিবারগুলোকে এই বিশেষ কৃৎকৌশল শেখাতে পারে। সেজন্য আমাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে খুব যত্ন নিয়ে আমরা এই বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষিত করেছিলাম এবং এর ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছিলাম ১৩ জন শিক্ষানবীশ তাদের নিজেদের পরিবারে কাটিং-গ্রাফটিং এর মাধ্যমে চারা তৈরি করেছিলেন। তাদের দেখাদেখি এবং হাতে-কলমে সাহচর্যের মাধ্যমে ১৯টি পরিবার এই কর্মকাণ্ড হাতে নেয় এবং প্রধানত লেবু ও পেয়ারা গাছে তারা কলম বাঁধেন। আমরা সুনিশ্চিত সামনের দিনগুলোতে অন্যান্য আরও পরিবার তাদের নিজস্ব গৃহ সংলগ্ন বাগানে এই ধরনের কাটিং-গ্রাফটিং করবে। যদি এই উদ্যোগ আরও ছড়ানো যায় তাহলে আমাদের এলাকায় ভাল চারার অভাব কমবে।

বাঁশ বাগান

২০১৬ সালের গ্রীষ্মকাল ছিল আমাদের প্রকল্পের সবচেয়ে জরুরি এবং প্রয়োজনীয় একটি সময়পর্ব। কারণ এই সময় থেকেই শুরু হয় আমাদের বাঁশ নিয়ে চিন্তাভাবনা, বিশেষত বীজ থেকে তৈরি হওয়া বাঁশ। এর পিছনে যেমন কাজ করেছিল রাজ্য সরকারের MGNREGS cell-এর অনুপ্রেরণা তেমনই আমাদের নিজস্ব মন্থনের মধ্য দিয়েও একটি নতুন ধরনের নিরীক্ষামূলক পরিকল্পনার দিক তৈরি হয়। প্রধানত বাংলাদেশের বন গবেষণা কেন্দ্রের কঞ্চি-কলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা তৈরি যেমন আমাদের ৬টি সংসদে শিক্ষানবীশবৃন্দ তাদের নার্সারীতে শুরু করেন তেমনই বীজ থেকে বাঁশের চারা তৈরি করেও এলাকায় এই বিষয় নিয়ে প্রধানত সমুদায় সভার মধ্য দিয়ে চেতনা বিস্তারের কাজ শুরু হয়।

পুরো বিষয়টি যেহেতু এই অঞ্চলে নতুন তাই শিক্ষানবীশদের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখাটাই ছিল জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই বাঁশের চারা তৈরি পরিণতিতে এসে পৌঁছয় ১০টি বাঁশ বাগান তৈরির মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ৭টি কঞ্চি-কলম জীবিত। বীজ থেকে বাঁশের চারা তৈরি সংক্রান্ত এই প্রক্রিয়া যেহেতু আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও আলোচিত হয় সেহেতু ব্লকের MGNREGS cell-এর অনুপ্রেরণায় এবং তত্ত্বাবধানে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে আমাদের ৬ জন শিক্ষানবীশ বহু গাছ সমন্বিত নার্সারীর জন্য মনোনীত হন, যেখানে প্রধান উপাদান ছিল ন্যূনতম ১৮,০০০টি বাঁশের চারা। আমরা সামনের দিনগুলোয় আশা করব আরও অনেক অনেক বাঁশের বাগান এখানে তৈরি হবে এবং একদিন বাঁশকে কেন্দ্র করে একটা অর্থনীতি সৃষ্টি হবে।

বর্ষাকালীন পেঁয়াজ

প্রধানত ২০১৫ সালে আমাদের বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যানপালন বিভাগ এই বর্ষাকালীন পেঁয়াজ বিষয়ক আলোচনা আমাদের সামনে রাখেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই বিষয় নিয়ে আমাদের নিজস্ব কিছু উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ২০১৫ সালে মাত্র ২ জন কৃষককে দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে তা ২২ জনে পরিণত হয় এবং ২০১৭ সালে ৩০ জন কৃষক এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। আজ এই বিষয়ে নতুন করে আমাদের সামনে অনেক তথ্য এসে পৌঁছচ্ছে যা আগামী দিনগুলো সম্পর্কে আমাদের আগ্রহী ও আশাবাদী করে তুলেছে। বিশেষত যেহেতু এই পেঁয়াজের চাষে যুক্ত থাকা কৃষক পরিবারগুলো খুব সামান্য হলেও লাভের মুখ দেখেছেন তাই নতুন করে তাদের এবিষয়ে বুঝিয়ে বলতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না।

প্রাণীসম্পদের লালন ও বিকাশ

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত যেহেতু কৃষি উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বিরাট সফল ভূখন্ড নয়, সেজন্য প্রাণীসম্পদের বিকাশ ও লালনে আমাদের প্রথমাবধি জোর দিতে হয়েছিল। এবিষয়ে শিক্ষানবীশদের একটা পর্যায় পর্যন্ত চেতনাগতভাবে সক্ষম করে তোলার পর ২০১৭ সালে ২৫টি পরিবারে ১০০টি মুরগির বাচ্চা ও ২৫টি পরিবারে ১০০টি হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হয় এবং পরের বছর অন্য ৫০টি পরিবারে ২০০টি মুরগির বাচ্চা এবং ৭৫টি পরিবারে ৩০০টি হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হয়। মুরগি এবং হাঁসের পাশাপাশি ২০১৭ সালে শুরু হয় ছাগল পালনের কাজ। ১২টি পরিবারকে কার্যকরী দলের মাধ্যমে সংযুক্ত করিয়ে দেওয়া হয় ১২টি ছাগল এবং ২০১৮ সালে ১০টি পরিবারকে কার্যকরী দলের মাধ্যমে দেওয়া হয় ১০টি ছাগল। এখানে যে বিষয়ে উল্লেখ না করলেই নয় তা হল ছাগল, হাঁস, মুরগি ফেরত পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ৪টি পরিবারকে ৪টি ছাগল দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি শূকর পালনের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে নতুন আত্মবিশ্বাসের জগতে পা ফেলা। ২টি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারকে ২টো শূকর প্রদান করা হয়েছে।

পশু চিকিৎসা এবং টীকাকরণ শিবির

প্রাণীসম্পদ-নির্ভর জীবন-জীবিকা যতদূর আমাদের অঞ্চলে বিকাশলাভ করতে পারত এখনও যে তা ততদূর পর্যন্ত করেনি তার প্রধান কারণ এখানে গ্রামস্তরে পশু চিকিৎসার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত পর্যাপ্ত নয়। আমাদের যে প্রবাহমান উদ্যোগ সেই উদ্যোগের প্রারম্ভিক সময় থেকেই আমরা পশু চিকিৎসা এবং সঠিক সময়ে সঠিক টীকা দেওয়ার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং এনিয়ে আমাদের পঞ্চায়েত ভবনে যখন শিক্ষানবীশবৃন্দের প্রশিক্ষণ হয়েছে তখন যেমন দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে তেমন প্রথাবদ্ধ প্রশিক্ষণের সময় ছাড়াও আমরা এনিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছি। কিন্তু বিগত এক বছর ধরে আমরা সংসদস্তরে

পশু টীকাকরণ এবং চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেছি যেখানে পঞ্চায়েত সমিতি এবং প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সহায়তা পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পুরো উদ্যোগটি আমরা এখনও পর্যন্ত দু'ভাবে গ্রহণ করেছি, প্রথমত পঞ্চায়েত এবং আমাদের সহযোগী সংস্থার দ্বারা আহূত পশু চিকিৎসা শিবির এবং দ্বিতীয়ত প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সাথে RKVY Scheme-এর সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে যে ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা পরিষেবা চলে তার মাঠ পর্যায়ের কাজ এবং সমুদায়কে এখানে অংশগ্রহণের জন্য প্রবুদ্ধ করা। এখনও পর্যন্ত এই দুই ধরন মিলিয়ে প্রায় ১৫টির অধিক শিবির অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে।

অ্যাজোলা চাষ

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের এই অঞ্চলে প্রাণীসম্পদের লালন এবং বিকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক জীবনে এবং সেজন্যই সুষম পশুখাদ্য তৈরির ওপরে আমরা প্রথম থেকেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। সমুদায়স্তরে নিরন্তর আলোচনা এবং শিক্ষানবীশদের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা অ্যাজোলাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কম পরিশ্রমে উৎপাদিত পশুখাদ্য হিসেবে। একথা বলতে দ্বিধা নেই প্রচার-প্রসারের প্রথম পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারগুলোকে আমরা খুব একটা উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত করতে পারিনি। কিন্তু যখন আমাদের সমস্ত শিক্ষানবীশ তাদের নিজস্ব পরিবারে এই উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তখন আমাদের সুবিধা হয়েছিল তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা দরিদ্র পরিবারগুলোকে এই বিষয়ে আরও উৎসাহিত এবং সক্রিয় করে তুলতে। বিগত তিন বছরে আমরা সর্বমোট ৭৩টি পরিবারে এই অ্যাজোলা চাষ সম্প্রসারিত করতে পেরেছি এবং যা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই ৭৩টি পরিবারের মধ্যে ৫০টি পরিবারকে উপাদান এবং উপকরণগত সহায়তা করেছিল আমাদের সংশ্লিষ্ট ব্লকের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। তাদের নিরন্তর প্রোৎসাহ আমাদের দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে আশা-ভরসার সঞ্চার করে। আমরা প্রবলভাবে আশাবাদী যে, সামনের দিনগুলোতে যত বেশি করে মূল ধারার প্রশাসনকে এই কাজে জড়িয়ে নেওয়া যাবে তত এই কাজ গভীর থেকে গভীরতর হবে।

নতুন ধরনের ফসল নিয়ে নিরীক্ষামূলক উদ্যোগ

প্রধানত ২০১৬ সালে আমাদের স্থানীয় সহযোগী সংস্থা যারা এই প্রকল্পে আমাদের সহযোগিতা করছেন তারা নতুন ফসল এখানে অনুপ্রবিষ্ট করানোর জন্য আমাদের সাথে আলোচনা শুরু করে এবং এরমধ্যে দিয়ে পুরো সময়কাল ধরে আমরা বেশ কিছু নতুন ধরনের ফসল নিয়ে নিরীক্ষা করেছি, যার মধ্যে বেশ কিছু সফল বলে আমাদের অভিজ্ঞতায় এবং বিবেচনায় এসেছে। এই ধরনের ফসলের মধ্যে যেগুলো প্রধান ছিল তা হল মারুয়া, টক পালং, টক ঢ্যাঁড়শ, মাখন শিম, বড় কাঁকরোল, লাল

শাক পুঁই শাক, ধানী লঙ্কা, ব্রাহ্মী শাক এবং জুস ফল। একদম শুরুতে যখন স্থানীয় স্তরে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন সমুদায়ের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ তৈরি করায় অনেক অসুবিধা ছিল কিন্তু এখন যেসব বীজ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে সেগুলো দিয়ে মানুষ যখন নতুন ফসলের দিকে এগিয়ে চলেছেন তখন আর তার গুরুত্ব তাদের সামনে নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে না।

একটি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম হিসেবে আমরা চৌবাচ্চায় মাগুর মাছ চাষের উদ্যোগ শুরু করেছিলাম ২টি পরিবারকে সাথে নিয়ে, কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশ কিছু কৃতকৌশলগত এবং প্রকৌশলগত অসুবিধা হওয়ায় এই উদ্যোগের আশানুরূপ সাফল্য আমরা পাইনি।

আন্তঃ সংসদ, আন্তঃ জেলা ও আন্তঃ রাজ্য এলাকা পরিদর্শন

যে সমস্ত বিভিন্ন কর্ম-উপাদানগুলো আলোচনা করা হল তার সমস্ত কিছুই যে সব সংসদে সমানভাবে এগিয়েছে তা নয়, সেজন্য প্রথমাবধি এক এলাকার মানুষকে অন্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে সেই এলাকার সফল উদ্যোগগুলো দেখানো এবং নতুন করে তাদের মধ্যে আরও ভাল কাজের মানসিকতা তৈরি করতে আমরা বারে বারে exposure-এর ওপরে জোর দিয়েছিলাম। একারণে আমাদের পক্ষে অনেক জিনিস তাদের কাছে বুঝিয়ে বলা সম্ভবপর হয়েছে।

বিদেশি অতিথি নাগরিকবৃন্দের দ্বারা এলাকা পরিদর্শন

ডেনমার্কের প্রখ্যাত উন্নয়ন সংস্থা iiINTerest-এর সাথে যুক্ত উন্নয়ন পেশাদারবৃন্দ ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তাদের মূল্যবান মতামত এবং শিক্ষানবীশদের সাথে নিরন্তর আলোচনা আমাদের সম্মানিত এবং উজ্জীবিত করেছে।

প্রভাব এবং আগামীর দিগন্ত

খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের বিগত তিন বছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রধান নীতিগত এবং বাস্তব উপাদানগত যে প্রেক্ষিত তুলে ধরলাম আশাকরি তার প্রধান প্রত্যয়গুলো আপনাদের সামনে অন্য একটি মাত্রা তুলে ধরেছে। বিগত তিন বছরের বেশি সময় ধরে এই নিরলস উদ্যোগ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কৃৎকৌশলগত কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরঞ্চ গ্রাম পর্যায়ে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করাও ছিল এর প্রধানতম উদ্দেশ্য। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার নিজস্ব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দরিদ্র এবং ক্ষুধাপীড়িত মানুষের জন্য যে একগুচ্ছ সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন কাজ করতে পারে তা এই যৌথ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার একটি মৌলিক প্রত্যয় আমাদের প্রথমাবধি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যে ভূমিপ্রখন্ড শুধুমাত্র রুক্ষতার সমার্থক হিসেবে বিবেচিত, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি অনুশীলনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই

দুস্কর, যেখানে তীব্র জলাভাব বছরের অধিকাংশ সময় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বিনষ্ট করে দেয়, যেখান থেকে বিগত একদশক অথবা তারও বেশি সময় ধরে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিয়ত চলে যাচ্ছেন এবং হয়তো কখনও কখনও অনেক ধরনের জটিলতা নিয়ে ফিরেও আসছেন গ্রামে সেখানে শুধুমাত্র জল, মৃত্তিকা আর গাছের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের আত্মবিশ্বাসে জাগৃত সমুদায়-ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির মানোন্নয়নে যে কোনও প্রচেষ্টাই সাহসী না হয়ে পারে না।

এবারে একটু সূত্রাকারে বুঝে নিতে হবে বাস্তব প্রভাবের দিগন্তগুলো

১) ২০১৫ সালে যখন মাত্র একটি সংসদে একজন শিক্ষানবীশের হাতে তৈরি সবজি এবং ফলের নার্সারীতে তৈরি চারা দরিদ্র পরিবারগুলোতে বিতরণের মেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তখন গাছের নার্সারী বিষয়ে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধারণাগত গভীরতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। অথচ বিগত দু'বছরে শিক্ষানবীশবৃন্দের নিরন্তর প্রচার এবং বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের MGNREGS-এর সাথে সংযুক্ত পেশাদারবৃন্দের মনোযোগের ফলে নার্সারী বিষয়ে মানুষের আগ্রহ তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেজন্য আমরা আশাবাদী যদি এই প্রচার ও কৃৎকৌশলগত সহায়তা আরও বৃদ্ধি করা যায় তাহলে সুনিশ্চিতভাবে নার্সারীতে কমপক্ষে নির্বাচিত কিছু গাছের লালন এবং বিপণনের পরিসর সৃষ্টি হতে পারে, যা আগামী দিনে আমাদের এই অঞ্চলে নতুন জীবিকার পথ উদ্বোধিত করতে পারে।

২) গৃহ সংলগ্ন জমিতে সবজি বাগান যেহেতু আমাদের এই উদ্যোগের খুব জরুরি একটি দিক সেহেতু আমাদের মনে হয়েছে বিগত তিন বছরে এমন অনেক প্রবুদ্ধ পরিবার আমরা তৈরি করতে পেরেছি যাদের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে এই বিশেষ কর্মসূচি আরও সুগভীর এবং প্রকৃত অর্থে জনপ্রিয় রূপ ধারণ করতে পারে। তিন বছর পূর্বে যে সমস্ত পরিবার এই কর্মসূচিতে নিজেদের সংযুক্ত করতে তীব্র অনীহা প্রকাশ করত আজ তারাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসছে এই কর্মসূচিতে নিজেদের নিয়োজিত করতে। গৃহ সংলগ্ন পুষ্টিবাগান যে আগামী দিনে বেশিরভাগ পরিবারের এক চিলতে জমিতে আমরা দেখতে পাব সেবিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত, কারণ আমাদের মাঠ পর্যায়ে যারা চেতনার বিকাশ এবং নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন তাদের প্রচার দক্ষতার গভীরতা আমাদের এই বিষয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, গৃহ সংলগ্ন জমিতে সবজি বাগানের পুষ্টিগত গুরুত্ব বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তাৎপর্য বিচারে মানুষ এখন আগের তুলনায় চেতনাগত পরিসরে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছেন।

৩) চিরন্তন পতিত এবং মরশুমি পতিতের ধারণা আমাদের এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে প্রথমাবধি বিদ্যমান এবং আমরা মনে করি যেহেতু কার্যকরী দলের মধ্য দিয়ে এইসব বিভিন্ন ধরনের পতিত জমিগুলোকে শস্যমুখরিত করে তোলা আমাদের প্রধান একটি কর্মসূচি ছিল তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী এবং আশাবাদী যে আগামী দিনেও মানুষ বুঝতে পারবেন যে সঠিক পরিশ্রম এবং কৃৎকৌশলের মধ্য দিয়ে পতিত জমিও ফলনশীল হয়ে উঠতে পারে। সুপ্রাচীন সময়পর্ব থেকেই বেশ কিছু ডাল, তৈল এবং দানাশস্য চাষের ক্ষেত্র হিসেবে আমাদের অঞ্চলের সুনাম ছিল অথচ কালের নিয়মে আমরা সেই মহান উত্তরাধিকার হারিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু বিগত তিন বছরে বেশ কিছু পরিবার যেহেতু ডাল, তৈল এবং দানাশস্য চাষের মধ্য দিয়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন সেজন্য আমরা মনে করি তারা সামনের দিনগুলোতে পুনরায় এই অর্জিত অভ্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

৪) প্রবল উষ্ণতাজনিত উষরতা, মৃত্তিকায় অনুখাদ্যের অভাব ইত্যাদি সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারি নথিতে এই অঞ্চলে ফলের চাষের সম্ভাবনা বিষয়ে বলা হয়েছে। আমাদের বিগত তিন বছরে যে সমস্ত ৫ ফলের বাগান ও ফলের বাগান তৈরি হয়েছিল তার অনেকগুলোই তীব্র দাবদাহ সহ অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানুষ বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমরা সেখানেও সুনিশ্চিত যে সামনের দিনগুলোয় আরও অনেক পরিবার ফলচাষে উৎসাহী এবং উদ্যোগী-উদ্যমী হবেন।

৫) বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ ছিল আমাদের আরও একটি জরুরি উদ্যোগ, যা এলাকার পেঁয়াজ চাষে নতুন একটি মাত্রা সঞ্চার করেছে। ২০১৫ সালে যখন এই সময়কালীন পেঁয়াজের বিষয়ে আমরা সংসদে সংসদে মানুষের সামনে আলোচনা তুলে ধরি তখন এনিয়ে সেভাবে কোনও জানা-বোঝার জায়গা আমরা সমুদায়ের মধ্যে খুঁজে পাইনি। বাঘমুন্ডির তৎকালীন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবিষয়ে আমাদের আলোকিত ও উজ্জীবিত করেন আর সেই কারণে আমরা প্রবল উদ্যমে এই কাজে ব্রতী হই। ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে যেহেতু কিছুটা সাফল্য আমরা পেয়েছিলাম এবং কৃষকদের মধ্যে নতুন আশা জাগ্রত হয় সেকারণে অন্যান্য কৃষকদের মধ্যেও এনিয়ে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এখন অনেক পরিবার নিজে থেকেই এই বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষে আগ্রহী হয়েছে এবং নিজেরা এর বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করছেন।

৬) প্রাণীসম্পদের লালন এবং বিকাশের ওপরেও আমাদের প্রকল্পের বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং আমরা যে শূকর পালনের বিষয়ে সঠিক প্রকৌশল এবং ধারণা মানুষকে দিতে পেরেছি তার মধ্য দিয়ে মানুষ অনেক ভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। শুধু শূকর নয়, হাঁস-মুরগি

পালনে ও টীকাকরণে মানুষ তার দক্ষতা বৃদ্ধি, চেতনা বৃদ্ধি করতে পারায় তাদের প্রাণীসম্পদ বিষয়ক জীবন-জীবিকায় সুস্থায়ীত্ব অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৭) যে বিষয়টি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করেছে তা হল ২০১৭ পরবর্তী সময়পর্বে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের MGNREGS-এর মানচিত্রে উঠে আসা এবং আমাদের কাছে যা বারে বারে নতুন পথ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তা হল, এলাকার অবস্থান অনুযায়ী এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবন-জীবিকার পরিকল্পনা করা যাতে তা একটি পরিবর্তনের দৌবারিক হতে পারে। ২০১৭ সালের ৯ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীন MGNREGS সেলের নির্দেশিকা যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর জীবন-জীবিকার নতুন কিছু বিষয়ের সাথে বৃক্ষভিত্তিক জীবন-জীবিকার কিছু দিকচিহ্নও তুলে ধরা হয়েছিল এবং এই নির্দেশিকাটি নিয়ে আমরা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আলোচনা করেছিলাম খুব জরুরি ভিত্তিতে যা এলাকায় এবং অন্য পঞ্চায়েতগুলোতে রীতিমতো সাড়া ফেলেছিল। 'আজকের মজুরি, আগামীর জীবিকা' শিরোনামের এই নির্দেশিকায় আমরা যেমন মতাদর্শগত অনুপ্রেরণা পেয়েছি তেমন ধারণাগতভাবে MGNREGS-এর ভিতর দিয়ে যে পরিবর্তন সূচিত হতে পারে সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় সুস্পষ্ট হয়েছে। বিকেন্দ্রীভূত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে পুরো প্রকল্পের বিন্যাস তৈরি হওয়ার জন্য তা আমাদের সামনে নতুন পথ তৈরি করে দেয়।

সর্বোপরি আমাদের যা তুলে ধরতে হবে তা হল মানুষের সামনে যে এতগুলো কর্মকাণ্ড যা আমরা হাজির করেছি তা প্রারম্ভিকপর্বে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হলেও আজ যখন তারা সংরক্ষিত বীজ অন্য পরিবারকে দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতে ফেরত দিচ্ছেন তখন একথা মনে করার অনেক কারণ রয়েছে যে, মানুষ এই কর্মকাণ্ডে নিজেদের অস্তিত্বের ভবিষ্যত ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন এবং আগামী দিনে তা তারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের সামনের কাজ এইসব কর্ম-উপাদানগুলোকে মূলধারার পরিকল্পনার অংশ করে তোলা যাতে কোনও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়, এটাই হয়ে ওঠে অন্য-অনন্য পথ।

আমাদের নিজেদের অক্ষর লেখা আছে জলের বহতা ধারায় ফসলের আবরণে।

নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের তালিকা (২০১৩-১৮)

১) সন্তোষ সিং মুড়া, কালিমাটি

২) লক্ষ্মীমণি সিং মুড়া, বাঁধডি

৩) যজ্ঞেশ্বর সিং মুড়া, মাউনিয়া

৪) পদ্মলোচন সিং মুড়া, বাগতি

৫) নুনিবালা মাহাত, পগরোডি

৬) ঠাকুরমণি মাছুয়ার, পারমটিকর

৭) শিবনাথ সিং বাবু, সারজমহাতু, প্রধান

৮) জলধর কুমার, বুড়দা-১

৯) সুধা মেহতা, উপ-প্রধান, বুড়দা-২

১০) শিবানী সিং বাবু, বুকাডি

১১) সুমিত্রা বাগতি, কড়েং

১২) উমেশ চন্দ্র মাহাত, উকাদা

নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের তালিকা (২০১৮-২০২৩)

১) কল্যাণী সিং মুড়া, কালিমাটি, উপ-প্রধান

২) বুদ্ধেশ্বর সিং মুড়া, বাঁধডি

৩) হরিপ্রিয়া সিং বাবু, মাউনিয়া

৪) রেশমি সিং মুড়া, বাগতি

৫) প্রমীলা মাছুয়ার, পগরোডি

৬) ঠাকুর মাছুয়ার, পারমটিকর

৭) বিভীষণ সাউ, সারজমহাতু

৮) রোহিণী দাস, বুড়দা-১

৯) মানিক কুমার, বুড়দা-২

১০) পুষ্পবালা কুমার, বুকাডি

১১) হরপ্রসাদ মাহাত, কড়েং

১২) উমেশ চন্দ্র মাহাত, উকাদা, প্রধান

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীবৃন্দ

সেক্রেটারি, নরেশ মাহাত

নির্মাণ সহায়ক, উত্তম গাঙ্গুলী

সহায়ক, ফাল্গুনি পান্ডা

সহায়ক, মহাদেব চন্দ্র

জিপি কর্মী, মধুসূদন গঝু

জিপি কর্মী, কার্ত্তিক লোহার

জি আর এস, প্রসঞ্জয় কুন্ডু

ভি এল ই, ধনঞ্জয় কুমার

জীবিকা সেবক, স্বপন চন্দ্র মাহাত

AHEAD Initiatives

Addressing Hunger Empowerment and Development